শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা
035
তারিখ 13 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

নকল এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৮ই জুন থেকে। এবং শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই নকল নিয়ে এক তুলকালাম কান্ড আরম্ভ হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। সংঘর্ষ চলছে বলতে গেলে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই। গ্রেফতার হয়েছে বহু সংখ্যক ছাত্র ও নকল সরবরাহকারী বহিরাগত। গতকাল বরিশালের মুলাদীতে পরীক্ষার্থী বহিরাগত এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এর এক পর্যায়ে এক জন ছাত্র নিহত হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘর্ষ, গুলি বোমাবাজি, শিক্ষক লাঞ্ছিত, কর্মকর্তা প্রহৃত হবার মত ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ নকল করা নিয়ে রীতিমত দেশব্যাপী হুজ্জত বেধে গেছে।

কিন্তু কেন এই অরাজক অবস্থা, তা নিয়েও ভাবনার প্রয়োজন আছে। কিছুকাল আগে সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষায়ও নকল করা নিয়ে নানান হাঙ্গামা হয়েছে। এইচএসসিতে হচ্ছে, ডিগ্রী পরীক্ষা নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছে এবং আশা করা যায় আগামীতেও হবে। এই পরিস্থিতি এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘকাল ধরেই পরীক্ষায় চলছে এমনি অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা। আগে ব্যাপারটায় যে গোপনীয়তা ছিল এখন আর তা নেই। নকল করার অধিকার নিয়ে এখন এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী আন্দোলন পর্যন্ত করে। নকল ধরতে গেলে মারমুখী হয় নকলবাজ ছাত্র ও নকল সরবরাহকারীরা। সেই ঘটনায় প্রমাণ আছে রোববার দেশব্যাপী সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে এখন নকলের ধরনেরও এসেছে পরিবর্তন। নকল সরবরাহকারীরা এখন মাইক লাগিয়ে নকল ডিকটেট করে। কোন কোন কেন্দ্রে নকল করছে না এমন ছাত্র পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে।

নকল ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রতিবাদে মুলাদী, মাদারগঞ্জ মেলান্দেহ, মানিকগঞ্জে ছাত্ররা পরীক্ষার খাতা পুড়িয়ে দেয়, খাতা ছিনতাই করে, ম্যাজিস্ট্রেট ইউএনওর ওপর চড়াও হয় পুলিশের ওপর হামলা চালায় সৎ ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে বাধা দেয়। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, যে কোন মূল্যে নকল দমন করা হবে।

নকল নিয়ে এই তুলকালাম পরিস্থিতির জন্য শুধু যে ছাত্ররাই দায়ী, তা বোধ করি বলা যায় না। নকল প্রবণতার এই ভয়াবহ রূপ নেবার পেছনে শিক্ষক অভিভাবকরাও কম দায়ী নন। নিজের সন্তানদের নকল করার সুবিধা করে দেবার জন্য আমরা কি দল বেঁধে ছেলেমেয়েদের মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাইনি? আমরাই কি তাদের অসদুপায় অবলম্বনের রাস্তা করে দেইনি? আর আমাদের এই কুপথ নির্দেশের পরিণতিতেই কি বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়নি? এই পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত শহর ছেড়ে দলে দলে মফস্বলে যাবার পথ রোধ করার জন্য বোর্ডকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

নকলের এই নৈরাজ্যের ব্যাপারে স্কুল-কলেজগুলিও কম দায়ী নয়। আমরা কি শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি? যদি লেখাপড়া ঠিকমত শেখান হত তাহলে নকল প্রবণতা কি এতটা মহামারীর রূপ নিত? শেখাতেই যদি না পারি, তাহলে শিক্ষক হিসাবে এই সমাজে মর্যাদার দাবী কি করতে পারি আমরা? এমনও ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে, যেখানে শিককরাই ছাত্রদের নকল সরবরাহ করছেন। কোন কোন স্কুল-কলেজ নকলের সুবিধা দেবার নাম করে ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সে অভিযোগ সার শূন্য নয়।

নকলের এই জোয়ারের পেছনে আরও কারণ আছে। তাহল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিয়মকানুন নিয়ে। দেশের বহু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম বিভাগ ছাড়া ভর্তি হওয়ারই সুযোগ নেই। ভাতর ক্ষেত্রে মেধার চেয়ে পূর্ববর্তী ফলের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে বেশি। সেখানে তো এমনও হতে পারে যে ছাত্র, নকল ছাড়াই দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে, সে নকল করে প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্রের চেয়ে ভাল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথম বিভাগধারী আলাদা মর্যাদা পায়। এর ফলে নকল প্রবণতা উৎসাহিত হচ্ছে বলেই মনে হয়। স্রেফ প্রথম বিভাগ পাওয়ার জন্যও অনেকে নকল করতে আগ্রহী হয়।

নকল প্রবণতার সামগ্রিক পরিস্থিতি এই। এই অবস্থায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নকল প্রবণতা দূর করা যাবে বলে মনে হয় না। সেক্ষত্রে বর্তমান পরিস্থিতি সামগ্রিক নিরিখেই বিবেচন করা দরকার।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন যে বন্ধ করতে হবে, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ সংশয় প্রকাশ করবেন না। নকলের এই দৌরাত্ম্য চলতে থাকলে গোটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতই সম্পূর্ণ ভাবে নড়ে উঠবে। এর আলামত ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আমি তোমাকে খাওয়াব—এই বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি 'আই মাস্ট ইট ইউ' বলে। এই নকলের নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলে ডিগ্রিধারী লোকের সংখ্যা হয়ত বাড়বে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়বে না। প্রকৃত শিক্ষিত বংশধর গড়ে তুলতে না পারলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জন কখনও সম্ভব হবে না। জাতি হিসাবে আমরা পিছিয়েই পড়তে থাকবো। আসলে প্রকৃত শিক্ষিত জনশ্রেণী গড়ে তোলার স্বার্থের নকলের এই মারাত্মক কুপ্রবণতা আমাদের রোধ করতেই হবে। আর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির গলদও দূর করতে হবে। ১৯৯১ সাল থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের যে নিয়ম চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তারও সফল বাস্তবায়নের জন্য এখন থেকেই ওই পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাগুলি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

—দর্শক